তারিখ : 27 APR 2016
পৃষ্ঠা : 5 কলাম : 8

দৈনিক
ইত্তেফাক

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি কেন

প্রীতম আজীম

'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থ কে লিখেছেন এটা যদি না জানেন আপনি, জীবনেও ভূতত্ত্ববিদ হতে পারবেন না ('সঞ্চিতা' এখানে রূপক)। না পারবেন ভালো রসায়নবিদ হতে, না অর্থনীতিবিদ হতে, না পারবেন মার্কেটিং স্পেশালিস্ট হতে, হতে পারবেন না প্ল্যানার, পরিবেশবিদ এমনকী সাহিত্যিকও। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সেটাও হওয়া সম্ভব না। কিছুই হতে পারবেন না ভাই। কিছুই না।

একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির পরীক্ষা ছিল। প্রথম শ্রেণির চাকরি। 'ও এম আর'-এ উত্তর ভরাট করতে করতে ঠিক এটাই ভাবছিলাম। হাতে হ্যামারের স্প্লিনটারের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা নিয়ে পড়েছি ভূতত্ত্ব। আজকে সেই ভূতত্ত্ব আমি কতখানি পারি বা জানি সেটা প্রমাণ করতে হচ্ছে সঞ্চিতা কে লিখেছেন তার উত্তর ভরাট করে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি কেন? একটা স্পেসিফিক ফিল্ডে বিশেষায়নের জন্য। ছয় বছর পড়ার পর আপনি একটা ফিল্ডে স্পেশালিস্ট হলেন। এবার এটা উঁচু স্তরের মানুষকে বোঝানোর জন্য সঞ্চিতার লেখকের নাম মুখস্থ করতে বসলেন। তাহলে দরকারটা কী ছিল আমাদের বিশেষায়িত জ্ঞান দেবার? নাকি এক পাল্লাতেই সবাইকে মাপার জন্যই এই ব্যবস্থা? একমাত্র বাংলাদেশেই সবাইকে এক কাঠিতে মাপা হয়। আচ্ছা একবার ভাবুন তো একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় আর একজন প্রফেসরকে কি এক পাল্লাতে মাপা সম্ভব? আপনি তাঁদেরকে সমান অবস্থানে আনার জন্য নিশ্চয় বলবেন না যে, যাও দুজনেই রিকশা চালাও। যে বেশি জোরে চালাবে সেই আসল প্রফেসর কিংবা সেই রিয়েল খেলোয়াড়। হাউ ফানি।

এবার একটু আমার ব্যক্তিগত সমস্যাতে আসি। যেটা আসলে সবারই হয়ে থাকে। পিতৃদেব বললেন, অ্যাডমিন ক্যাডার তোকে হতেই হবে। আমার থিসিস সুপারভাইজার বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ড. জুল্লে জালালুর রহমান (তিনিও আরেক ক্যাটাগরির পিতৃদেব); তিনি বলেন, ভালো ভূতত্ত্ববিদ হতে হলে জার্নাল বানাতে হবে। আমি পড়লাম মধুর সমস্যাতে। কী করি এখন? অবস্থা হয়েছে এমন, ভালোবাসি একজনকে বিয়ে করতে হবে আরেকজনকে!

আমি ভূতত্ত্ববিদ। আমি এটাই থাকতে চাই। হয়তো যখন ভূতত্ত্ববিদের চাকরি পাব না, তখন সঞ্চিতার লেখকের নাম জেনে নিয়ে কোনো একটা চাকরিতে ঢুকতে হবে। অবশ্যই সঞ্চিতার লেখকের নাম জানতে হবে। এটা শুধু পড়ার জন্য না, জানার জন্য। কারণ সঞ্চিতার মতো অসংখ্য অমর সৃষ্টি আমাদের বাঙালি ঐতিহ্যের ধারক। তাই সঞ্চিতা কে লিখেছেন এটা জানা আমাদের জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যদিও আমি ভূতত্ত্ববিদ কিংবা আমি ডাক্তার এটা প্রমাণ করার জন্য সঞ্চিতার লেখকের নাম জানাটা জরুরি নয়।

আগে শিক্ষাব্যবস্থাকে দোষারোপ করতাম। আসলে দোষ শিক্ষাব্যবস্থার না, যাঁরা এই জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের। কেন জানি মনে হয়, সঞ্চিতার লেখকের নাম তাঁদের জানা নেই। যদি জানতেন তাহলে শিক্ষাব্যবস্থাকে তাঁরা সঠিক পথে রাখতে পারতেন। এদের ভালোবেসে আমি বলি শিক্ষিত মূর্খ। বাংলাতে যাকে বলে 'চুষিল'। দেশের সবকিছু চোষা শেষে তাঁরা আমাদের মাথার নিউরনকেও চুষতে চান! শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করার দরকার নেই। শুধু তাঁদের জ্ঞানের পরিসীমার বৃদ্ধি দরকার। তা না হলে দেশের মেধা হারিকেন দিয়ে খুঁজেও আর পাওয়া যাবে না।

আমি সঞ্চিতার লেখকের নাম জানি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আমি যে ভূতত্ত্ববিদ, এটা প্রমাণিত হলো। অ্যানি কনফিউশন?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়